উথলিল ভক্তদের চিন্তা তরঙ্গিণী।
কবি কহে সাধু মুখে মধুরস–বাণী।।

মহাপ্রভুর ধর্মকন্যার বিবরণ

ওলপুর ছিল এক দাসী দুশ্চারিণী।
চৌধুরীবাটীতে সেই ছিল চাকরাণী।।
বাটীর কর্ত্তার সঙ্গে বিবাদ করিয়া।
বের হ'ল মোটা মালা তিলক পরিয়া।।
কক্ষে এক ভিক্ষাঝুলি করিয়া ধারণ।
ভিক্ষা করি সেই নারী করয় ভ্রমণ।।
বৈষ্ণবীর বেশ ধরি হ'য়ে পরিপাটী।
উপনীত হ'ল গিয়া ঠাকুরের বাটী।।
দণ্ডবৎ করে গিয়া লক্ষ্মীমা'র পায়।
বলে 'মাগো! কিছুদিন থাকিব হেথায়।।
একা একা কর মাগো সংসারের কার্য্য।
আমাকে রাখগো দাসী কর না গো ত্যজ্য।।
তোমার নিকটে থাকি ঘুচাইব তাপ।
তুমি মম জননী ঠাকুর মম বাপ।।'
শুনি লক্ষ্মীমাতা বলে ঠাকুরের ঠাঁই।
'এসেছে মেয়েটি এরে রাখিবারে চাই।।'
ঠাকুর বলেন প্রিয়ে! যে ইচ্ছা তোমার।
থাকে থাক্ যায় যাক্ যে ইচ্ছা উহার।।'
দাসী বলে 'এসেছি তো অবশ্য থাকিব।
হেন মাতাপিতা আর কোথা গিয়া পা'ব?
আমার বলিতে আর নাহিক জগতে।
ঠাকুরাণী মাতা মম তুমি মম পিতে।।'
মহাপ্রভু বলে তবে শান্তিদেবী ঠাঁই।
"তোমার যেমন ইচ্ছা মম ইচ্ছা তাই।।
মেয়েছেলে আমি তার নাহি ধারিধার।
রাখ বা না রাখ এরে সে ইচ্ছা তোমার।"
ঠাকুরাণী বলে "পিতা বলেছে তোমায়।
আমাকে বলিয়া মাতা লোটাইল পায়।।
তা'তে এত বেশী লোক নাহি তব ঘরে।
অবশ্য রাখিতে হয় শরণাগতেরে।।'
ঠাকুরাণী বলে 'বাছা! তুমি মম মেয়ে।
গৃহে যাও খাও লও কাজ কর গিয়ে।।'
অমনি উঠিয়া দাসী গৃহে প্রবেশিল।
কাজ করে খায় পরে কত দিন গেল।।
আপন ভাবিয়া দাসী করে প্রাণপণ।
গৃহকার্য্য করে যেন আপন আপন।।
এইভাবে দাসী থাকে কিছুদিন যায়।
দাসীর নিকট মাতা নানা কথা কয়।।
শরীক বিভাগকালে যে টাকা পাইল।
ধর্ম মেয়ে কাছে মাতা সকল বলিল।।
বাহির করিল মাতা মেয়ের সাক্ষাতে।
টাকা তিনশত রাখে পুরিয়া থলিতে।।
বড় এক হাঁড়ি মাঝে টাকা রাখে সেরে।
তাহার মধ্যেতে রাখে ধান্য পূর্ণ করে।।
নীচের হাঁড়িতে টাকা তা'তে ধান্য পুরে।
আর দুই ভান্ড রাখে তাহার উপরে।।
কাজকর্ম্ম করে মাতা কহে নানা কথা।
কন্যা প্রতি লক্ষ্মীমা'র বাড়িল মমতা।।
যেখানেতে তিনশত টাকা সেরে রাখে।
সময় সময় গিয়ে মা'য়ে ঝি'য়ে দেখে।।
এইভাবে কন্যাকে রাখেন সমাদরে।
নিজের কন্যার মত মা ভাবেন তা'রে।।
আড়াই প্রহরকালে ভোজন করিয়ে।
বসিলেন প্রভু যত ভক্তবৃন্দ ল'য়ে।।
নাম-পদ-গানে হৃষ্ট ইষ্টগোষ্ঠ করে।
কন্যাগৃহে রাখি মাতা যান কার্য্যান্তরে।।
বেলা প্রহরেক আছে এমন সময়।
ধর্মকন্যা দাসী ছিল একা সে আলয়।।